তবু সন্ধ্যে হলে মহড়া দিচ্ছি

কৌশিক চট্টোপাধ্যায়

'কী করেন' জিজ্ঞেস করলে যদি কোনও নাটকের ছেলে বলে ফেলে 'নাটক করি', প্রশ্নকর্তা ভুরু কুঁচকে বলেন 'আর কী করেন?' তাই আমরা যারা 'নাটক ফাটক' করি, যাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত বাবাটাবাদের কাছে টিকি বাঁধা নেই, তারা যে খুব ভালো নেই একথা বলাই বাহুল্য। আর নাট্যজনেরা যদি অনিশ্চিত জীবনে থাকেন তাদের সৃষ্টি যে ফুলে ফলে ভরে উঠবে এতটা আশা করা যায় কি?

নাটক বলতে আমরা এখন অনেকেই 'নাটক' নামক লিখিত রূপটাকে বুঝি। আবার অনেকেই আছেন যাঁরা নাটক বলতে সমগ্র নাট্যচর্চাকেই বোঝেন। আর তথাকথিত জনগণ, মিডিয়া, আর রাজনীতির মানুষরা বোঝেন নাটক হচ্ছে ভন্ডামি আর মিথ্যাচারিতার আর এক নাম। তাই কাগজ খুললেই 'মমতার দিনভর নাটক', 'রাজভবনে সারাদিন নাটক' ইত্যাদি বড় বড় হেডলাইনে আমাদের চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

একটি নাট্যের প্রযোজনা করতে প্রায় হাজার রকমের জৈবিক, রাসায়নিক, মনস্তাত্ত্বিক শৃঙ্খলাকে কাজ করাতে হয়। সেখানে ওঁরা নাকি চাইলেই সারাদিন নাটক করতে পারেন। সেই কবে যে প্লেটো অভিনেতাদের মিথ্যাবাদি বলে অভিহিত করেছিলেন, তারপর থেকে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। রামকৃষ্ণদেব যতই বলুন নাটকে লোকশিক্ষে হয়— সমাজ, অন্তত আমাদের সমাজ নাটককে প্রান্তবাসী আগাছা করেই রেখেছে। তাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় সমাজের কাছে যে সম্মান পান, যে পরিচিতি পান, মানুষের মনে আসন পান, সেই একই যোগ্যতা বা অনেক ক্ষেত্রে বেশি যোগ্যতা নিয়েও বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় অথবা মনোজ মিত্ররা তার সিকিভাগও পান না। বড়জোর সরকারি আকাদেমিতে দু' চারবার সভাপতি হওয়া। 'কী করেন' জিজ্ঞেস করলে যদি কোনও নাটকের ছেলে বলে ফেলে 'নাটক করি', প্রশ্নকর্তা ভুরু কুঁচকে বলেন 'আর কী করেন?' তাই আমরা যারা 'নাটক ফাটক' করি, যাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত বাবাটাবাদের কাছে টিকি বাঁধা নেই, তারা যে খুব ভালো নেই একথা বলাই বাহুল্য। আর নাট্যজনেরা যদি অনিশ্চিত জীবনে থাকেন তাদের সৃষ্টি যে ফুলে ফলে ভরে উঠবে এতটা আশা করা যায় কি?

জীবন্ত মানুষের সামনে জীবন্ত মানুষ তাঁর সত্তা নিয়ে দাঁড়ায় বলে নাট্য মাধ্যম। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নাট্যকর্মী আর দর্শকরা একমুখি হয়ে উপস্থিত না হলে নাট্য নামক ঘটনাটিই ঘটে না। একটি সাহিত্য, একটি চলচ্চিত্র, একটি ছবি অপেক্ষা করে থাকতে পারে ভবিষ্যৎ মূল্যায়নের জন্য। কিন্তু নাটককে এখনই বুঝে নিতে হয় নগদ বিদায়ের হিসেব। তাই নাট্য জন্ম থেকেই বড় তাৎক্ষণিক। 'এই মুহূর্তে এখন এখানে' নাট্যশিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই মুহূর্তে এখন এখানে দাঁড়িয়েই নাটক বিচ্ছুরিত করে তার সমসময়ের দেশ কালের নাড়ির স্পন্দন।

সময়ের স্পন্দন

কেমন আছে দেশ কাল? কেমন আছে এই সময়? সময় যদি মানুষকে শেখায় একলা হওয়াতেই তোমার প্রতিষ্ঠা অথবা বাধ্য করে তাকে আরও আরও বেশি একা হয়ে যেতে তবে যে যৌথতা নাট্যকর্মটির প্রাণ তা বিপন্ন হয়। সমাজ যদি যৌথতা হারায়, যদি সকল মানবিক গুণ বিসর্জন দিয়ে যৌথতা পাল্টে যায় হিস্টিরিয়াগ্রস্থ ভিড়ের দঙ্গলে, তবে নাটক তো বিপন্ন বোধ করবেই। সেই বিপন্নতা এখন নাটকের সামনে। একসময় গরু গাড়িতে যেতাম আমরা। ধীরে ধীরে এল অটোমাবাইল যুগ। তরিৎগতিতে আজ পৌঁছে যাওয়া যায় একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এই গতির ফলে যে উচিত ছিল আমাদের উদ্বৃত্ত সময় বেড়ে যাওয়ার। বেঁচে থাকার দায়গুলো সামলে সেই সময়ই তো আনন্দ করা, ভাবনা করার জন্য ব্যয় করবে মানুষ। কিন্তু ঘটল ঠিক উল্টোটা। মানুষের সময় চুরি হয়ে গেল। কারও সময় নেই দু'দন্ড বসার, দু'দন্ড জিরোবার। দুটো সুখ দুঃখের কথা বলবারও সময় নেই কারও। গরিব মানুষ, নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ আগে আট ঘন্টা খাটলে যদি বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদাগুলো মেটাতে পারত, এখন বারো ঘন্টা খেটেও তার অন্ন জোটানো দুষ্কর। অপরদিকে একটি শ্রেণির হাতে পয়সা এল। কিন্তু অপ্রয়োজন এত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল তাদের জীবনে, বিজ্ঞাপন আর পণ্যও এমন করে ঢেকে ফেলল তাদের মুখ, সেই মুখের সামনে খোলা রইল না নাট্যের মুখ দেখার ফুরসত। তাই আঠারো হাজার টাকা খরচ করেও আকাডেমিতে অনেক প্রযোজনাতেই পঞ্চাশজন দর্শক জোগাড় করা নাট্যকর্মীদের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য। মফঃস্বলে, আধা-গ্রামাঞ্চলে এখনও যেহেতু জীবনের গতি খানিকটা মন্থর, দুরত্ব বেশি আর গাড়ি ভাড়া লাগে বলে হয়তো এখনও সব ছেলেমেয়েরাই সিরিয়ালে লাইন দিতে যায় না। এখনও সাইকেল চালিয়েও মহড়ায় আসা যায় বিনা খরচায়, এখনও কিছু মানুষ 'ব্যস্ততা রোগে'র শিকার ননি বলে, প্রয়োজনের খরচ শহরের তুলনায় কম বলে এখানে নাট্যচর্চার অবস্থা কিছুটা চালিয়ে যাবার মতো, নিশ্চিত হবার মতো নয়।

ভারতবর্ষ একদিন শিখিয়েছিল সহজ জীবন আর উন্নত চিন্তার পাঠ। সময় আমাদের শেখাল ভেতরে ভেতরে ফোঁফরা হয়ে গিয়ে বাইরের চাকচিক্য তোমার মোক্ষ। তাই সেই মোক্ষকামী মানুষদের বসিয়ে রাখতে নাট্য চেষ্টা করতে লাগল বাঁদর নাচ নাচার, রঙ মেখে সঙ সাজার , নিজেকে আরও তরল আরও সরল করে তাদের চোখ টানবার। তাঁরা মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'এই মাত্র! বাস।' তোমাদের নাচের চেয়ে টিভির পুরস্কার বিতরণীর নাচ অনেক ভালো। তোমাদের আলোর জোর নেই, তোমাদের রঙে জৌলুস নেই, তোমাদের মেয়েরা কেউ নায়িকার মতো নয়। নাটকের জোর কোথায়। আর নিজস্ব শক্তি কোথায় তা না খুঁজে আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম হাচ্-এর মতো বিজ্ঞাপন দিতে। দিতে গিয়ে ফতুর হলাম। বিপথে হেঁটে নাটকের জন্য টাকা রোজগার করতে গেলাম। তারপর দেখলাম আমাদের সর্বস্বান্ত হয়ে ছাপানো ডিজিটাল পোস্টার চোখেই পড়ে না মল্টিন্যাশনলদের দৈত্যাকার ব্যানারের পাশে।

'যোগ্যতমের উদবর্তন' -এর তত্ত্ব চাপানো হচ্ছে ভুল ব্যাখ্যা নিয়ে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে। নাটকও চাইছে যোগ্যতম খুঁজে পেতে। সৃষ্টির কাজে যোগ্যতা তো চাইই। কিন্তু যোগ্যতার মাপকাঠি কী? অসহায় নারী, শিশুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে রাষ্ট্রের পোষা কুকুরের দল অস্ত্র হাতে। অস্ত্রহীন প্রাণ অযোগ্য বলে পড়ে পড়ে মার খাবে শুধু? কেউ বেরিয়ে পড়লেন মিছিলে; অনেকেই হাঁটলেন না, হাঁটতে পারলেন না ভয়ে, সামান্য খুঁদকুড়ো ভিক্ষাও যদি বন্ধ হয়ে যায়। কেউ কেউ হয়তো রাজনীতির থেকে। একদিন যাঁরা মুখে বলেছিলেন অন্তত, তোমার নাট্য শ্রমিক কৃষকের পাশে এসে দাঁড়াক। আজ তাঁদেরই ভূমিকা পাল্টে গেল। নাট্যকর্মীদের মিছিল করার স্পর্ধা দেখে ক্ষোভ হল তাঁদের। এই ক্ষোভ ক্রোধে পরিণত হল। বেলঘরিয়া এথিক নিয়মিত অভিনয় চালাত প্যারিমোহন লাইব্রেরিতে একটি ছোট ঘরে। তাঁরা মিছিলে হেঁটেছিলেন বলে তাঁদের জন্য লাইব্রেরির দরজা কী করে বন্ধ করা যায় তাই নিয়ে মিটিং -এ বসলেন রোগার গার্জেনরা। 'স্বপ্ন সন্ধানী'র অভিনয় বাতিল হয়ে গেল অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে, এমনকি মেঘনাদ ভট্টাচার্যের অভিনয় বাতিল হতে হতে বেঁচে গেল কার কার সবুজ সংকেতে। সান্তপুরে একটি নাট্যদল একটি স্কুলে ছোটদের আয়োজন

সমাপ্ত করার পর পার্টির ক্ষমতাশালী কেউ কেউ অলিখিত নির্দেশ দিলেন, বন্ধ কর এসব, ওরা সুশীলসমাজের মিছিলে হেঁটেছে। ওদের স্কুল দেওয়া যাবে না।

এই প্রশ্ন উঠতেই পারে, নাট্যচর্চার অনুকুল পরিবেশ উধাও করার ষড়যন্ত্র চলছে দেশ জুড়ে একথা তো বোঝা গেল, কিন্তু এই প্রতিকুলতার দায় কি নাট্যকর্মীরা নেবেন না? আপনাদের কাজ কি সত্যি অতটা দামি, যতটা দামি মনে করে নিজেরা তৃপ্ত থাকেন? সত্যিই অতটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী করছি আমরা নাট্যকর্মীরা যার জন্য কারও সাথে সম্পর্ক রাখা যায় না? নাটক ছাড়া আর কোনও দায়িত্ব পালনে এত অনীহা কেন নাট্যকর্মীদের? বেড়ালকে হাওয়া দিয়ে বাঘ বানাবার খেলায় মিডিয়ার এত তোড়জোড় তখন কি সত্যিই ভেবে দেখার নয়— যে কাজ করব বলে এগিয়ে এসেছি আমরা, সেই কাজের যোগ্য হতে পারছি কিনা। মঞ্চে সংলাপ আর জীবনের কথায় কি অনেক ফারাক বাড়িয়ে ফেলছি? নিজেকে বিন্দুমাত্র না পাল্টে আর সকলকে পাল্টাবার ডাক দিয়ে গিয়েছি অনেকদিন ধরে। তাই কি মানুষ মুখ ফেরাল?

বেলঘরিয়া এথিক নিয়মিত অভিনয় চালাত প্যারিমোহন লাইব্রেরিতে একটি ছোট ঘরে। তাঁরা মিছিলে হেঁটেছিলেন বলে তাঁদের জন্য লাইরেরির দরজা কী করে বন্ধ করা যায় তাই নিয়ে মিটিং-এ বসলেন লোকাল গার্জেনরা। 'স্বপ্ন সন্ধানী'র অভিনয় বাতিল হয়ে গেল অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে, এমনকি মেঘনাদ ভট্টাচার্যের অভিনয় বাতিল হতে হতে বেঁচে গেল কারও কারও সবুজ সংকেতে।

অনেক অনেক ফাঁকিবাজি, অনেক অনেক শূন্যগর্ভ অহমিকার পাশাপাশি অনেক দল, অনেক মানুষ কখনও জোট বেঁধে, কখনও একা একা কাজ করে চলেছেন। এখনও অনেক তরুণ শুধু নাটককে ভালবেসে জীবনকে বাজি রাখতে রাজি। নাম নেই, যশ নেই, অর্থ নেই হয়তো, বড় পার্টও নেই। তবু আসে রোজ, ঝড় বৃষ্টি বাদলকে উপেক্ষা করে।

সেদিন এক আলোচনাসভা বসেছিল মস্তিস্ক বিজ্ঞান আর নাটকের সম্পর্ক নিয়ে। সেখানে বৈজ্ঞানিক সজল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন আমার পাঠানো উদ্দীপক দর্শকের মধ্যে যে সংবেদন ঘটায় তাকে যদি একবার নিওকর্টেক্সে তুলে দিতে পারেন তার মধ্যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে যাবে। আমরা কি মনে করছি নিউরোনের বিজ্ঞানটাও বোঝা দরকার আমাদের নাট্যকর্মীদের? বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া সত্যি কি অনুভব করছি রঙের বিজ্ঞান না বুঝলে, দৃষ্টি বিজ্ঞান না বুঝলে, ইতিহাসের জ্ঞানকে গভীর না করলে আমাদের নাট্য তার জোর হারাবে? হয়তো উত্তর আসবে, নাটক যদি ছেলে মেয়েদের খেতে দিতে না পারে, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দিতে না পারে কী করে সম্ভব এই গভীর চর্চা। একথা অনেকাংশে সত্য বলাই বাহুল্য। আবার একথাও নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখি সত্যিই সবটা কি টাকার জন্য আটকে গেল? তিন লক্ষ টাকা পেলেই কি আমি 'হ্যামলেট' করতে পারি? তবে সেই সব কর্মীরা যাদের সমস্ত গ্রান্টের খবর নখদর্পণে, টাকা জোগাড়ের ফন্দিফিকিরে যাঁরা সত্যিই দক্ষ হয়ে উঠেছেন তাঁরা কেন পারলেন না? এত শুন্যগর্ভ কেন তাদের প্রযোজনা? অপরদিকে তথাকথিত আদর্শবাদী নাট্যজনরা বলেন টাকা না আসলেই নাটকের ভালো, ছেলেমেয়েগুলো যদি সেট বইতে বইতে ধুঁকে ধুঁকে মরে যায় তাও ভালো, তবু গ্রুপ থিয়েটারের আদর্শ তো বাঁচল। এই দুই প্রান্তের দড়ি টানাটানির মাঝখানে পড়ে দিশেহারা হয়ে থাকে আমাদের নাটক। আমরা নন্দীগ্রাম নিয়ে মিছিল করি। কিন্তু নাটকে ধরতে পারিনা তাকে, কেননা মিডিয়া যে প্রত্যক্ষ ছবি, শব্দ ছড়িয়ে দিয়েছে ঘটনার পর তারপর আর কোন্ বাস্তবকে দেখাবে নাটক? আর সত্যি ঘটনার উপরের স্তরে নয়, গভীর ডুব দিতে বুঝতে চেষ্টা করি শিল্পায়ন, অর্থনীতি, পুঁজিবাদ আর ক্ষমতার রাজনীতিকে, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে থমকে যায় আমার বিশ্লেষণ কেননা আমার মেধা মনন ওই বিশ্লেষণ ধারণ করার যোগ্য নয়। একথা স্বীকার করে নিয়ে যোগ্য হবার চেষ্টায় ব্রতী থাকলে অন্তত সৎ থাকা যায়। কিন্তু মানুষ তো সব থেকে বেশি ভয় পায় নিজেকে। 'আমি না' স্বীকার করতেই তো যত বাধা আমাদের। তাই দূর নয় কাছের ছবিতে, বাহির নয় ঘরের সজ্জায়, বড় নয় ছোটকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে আমাদের নাটক।

চার দেয়ালের ঘেরাটোপে

'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকার ২০০৬ সালের পুজো সংখ্যায় ছাপা হয়েছে দশটি নাটক। এর মধ্যে আটটি নাটক শুরু হয়েছে 'ঘরে'। রঙ্গপট ২০০৪ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে সাতটি নাটক। এর মধ্যে পাঁচটির পশ্চাদপট 'ঘর'। অসময়ের নাট্য ভাবনা পত্রিকার ২০০৫ শারদীয়া সংখ্যায় ছাপা হয়েছে তেইশটি নাটক। এর মধ্যে চোদ্দটি সরাসরি 'ঘরে'র মধ্যে শুরু হয়েছে। থিয়েটার প্রয়াগ ১৪১৩ বিশেষ সংখ্যায় দশটি হাসির নাটক ছাপা হয়েছে। তার আটটি আক্ষরিক ভাবে ঘরের মধ্যে। স্যাস ২০০৭ -এ ছাপা হয়েছে একটি অনুবাদ নাটক বাদ দিয়ে আটটি নাটক। তার মধ্যে পাঁচটি ঘরের মধ্যে শুরু হয়। অর্থাৎ সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত আটান্নটি নাটকের মধ্যে চল্লিশটি নাটকই শুরু করেন নাটককাররা ঘরের মধ্যে চল্লিশটি নাটকই শুরু করেন নাটককাররা ঘরের মধ্যে, চার দেয়ালের ঘেরাটোপে। এ কি কাকতালীয়? নাকি একটি প্রবণতা। অথচ দুজন সত্যি অর্থে বড় মাপের নাটককারের রচনায় যদি চোখ রাখি আমরা সেখানে দেখব অন্য ছবি। শেক্সপিয়রের 'দ্য স্টেম্পেস্ট' শুরু হয় সমুদ্রের জাহাজের উপর, 'কোরিওলেনাস' শুরু হয় রোমের রাস্তায়, 'রোমিও জুলিয়েট' ভেরোনার উন্মুক্ত স্থানে। 'জুলিয়াস সিজার' রোমের রাস্তায়, ম্যাকবেথ' শুরু হয় খোলা প্রান্তরে। 'হ্যামলেট' শুরু হয় এলসিনোরের প্রাসাদের পাহারা দেবার পাটাতনের উপর। 'ওথেলো' রাস্তায়, 'সিম্বেলীন' বাগানে, কিং লিয়ার' লিয়রের প্রসাতে। সেও এক ঘরই বটে কিন্তু 'অমুকবাবুর বৈঠকখানা' অথবা 'একটি সাজানো মধ্যবিত্ত ঘর' নয়। 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' শুরু হয় অলিভারের বাড়ির বাগানে, 'মাচেন্ট অব ভেনিস' রাস্তায়। রবি ঠাকুরের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নাটক শুরু হয় ঘরের মধ্যে। রাজা শুরু হয় ান্ধকার ঘরে অচলায়তন অচলায়তনের গৃহে, ডাকঘর শুরু হয় ঘরে, কিন্তু এই তিনটি ক্ষেত্রেই ঘর শুধু বৈঠকখানার পর্দা ঝোলানো দরজার সিটিং হয়ে আসে না, ঘর এখানে আসে বন্ধতা, অন্ধত্বকে রূপ দিতে। রবি ঠাকুরের অরও নাটকগুলির ক্ষেত্রে বাইরের আকর্ষণ কী প্রবল তার উদাহরণ

অপ্রতুল নয়। মুক্তির ডাক ঘর ভেঙে এসে দাঁড়িয়েছে পথে, ধুলোয়, ঘাসের উপর। প্রকৃতির প্রতিশোধ শুরু হয় 'গুহায়', বাল্মিকী প্রতিভা 'অরণ্যে', মায়ার খেলা 'কাননে', বাল্মিকী প্রতিভা 'অরণ্যে', মায়ার খেলা 'কাননে', চিত্রাঙ্গদা 'অনঙ্গ আশ্রমে', শারদোৎসব 'পথে', মুক্তধারা 'পথে', ফাল্গুনি 'পথে', কালের যাত্রা 'রথের মেলায়'। ঘরের পশ্চাদপটেও নাটক লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেগুলি তার প্রতিনিধিত্ব করে না। রবীন্দ্র উত্তরাধিকার বহন করে বাংলা নাটক ঘরে ঢুকে গেল কেন এর উত্তর তো খুঁজতেই হবে আমাদের। কলকাতার মঞ্চে ব্যতিক্রমী চেষ্টা নিশ্চয়ই রয়েছে, মফঃস্বলেও অনেকে নতুন করে নতুন সাহসে ভাঙছেন গড়ছেন তাদের নাটককে। তবু মধ্যমেরা ঘর আঁকড়ে, দরজার ফ্রেম আঁকড়ে আর টেবিল চেয়ারে পর্দা আঁকড়ে উটপাখির মতো বাঁচতে চাইছে।

একথা আমরা নিশ্চয়ই মনে রাখব পৃথিবীর অনেক উন্নত নাটকের প্রেক্ষাপটই ছিল ঘর। কিন্তু বাংলা নাটকের এই সাম্প্রতিক ঘর প্রবণতা কি তার ঘরকুনো হয়ে যাওয়াকেই প্রকাশ করে? সমাজতাত্বিকরা ভেবে দেখতে পারেন।

সেই ছত্তিরিশ জন

এর মানেই এই নয় বাংলা নাটকে এখন কোথাও কিছু হচ্ছে না। অনেক অনেক ফাঁকিবাজি, অনেক অনেক শূন্যগর্ভ অহমিকার পাশাপাশি অনেক দল, অনেক মানুষ কখনও জোট বেঁধে, কখনও একা একা কাজ করে চলেছেন। এখনও অনেক তরুণ শুধু নাটককে ভালবেসে জীবনকে বাজি রাখতে রাজি। নাম নেই, যশ নেই, অর্থ নেই হয়তো, বড় পার্টিও নেই। তবু আসে রোজ, ঝড় বৃষ্টি বাদলকে উপেক্ষা করে।

সমাজে বিপত্তারিণীর তাগা বাঁধা হাতকাটা টপ পরা মেয়ে অনায়াসে কম্পিউটারে বসে বিনা দ্বিধায়। বাবা তারকনাথের বাঁক বওয়া তরুণ বিনা প্রশ্নে হাঁটতে পারে বামপন্থী দলকে ভোটে জেতানোর মিছিলে। ঠিক তেমনি আজকের নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। তবু একথা সত্য এবং ঘোষণার যোগ্য যে নাট্য অঙ্গন আজও অনেক কম কলুষিত, অনেক পরিচ্ছন্ন, অনেক স্বপ্ন মাখা। বিজ্ঞজনেরা বলেন, 'ওসব নাটক ফাটক করে কিস্যু হবে না। কজন দেখে তোমাদের নাটক?' জনসংখ্যার ভগ্নাংশেও আসে না সে হিসাব। নেতাদের হাঁটুতে ব্যথা হলে যত মানুষ উদ্বিগ্ন হন, তাদের একভাগও উদ্বিগ্ন হন না সারকারিনা বিক্রি হয়ে যেতে বসলে, এসে যায় না সমাজের কাল থেকে 'চেতনা' নাটক না করলে, 'স্বপ্ন সন্ধানী'র নিয়মিত অভিনয় বন্ধ হয়ে গেলে। তখন একরাশ অভিমান জমে, ক্ষোভ জমে, ক্রোধ জমে। সেই অক্ষম ক্রোধ কাউকে বা বসিয়ে দেয়, মাতাল করে তোলে। তারপরেও ক'জন রয়ে যায়, আরও ক'জন এসে জোটে,। তারা বলে এত সহজে খেলাটা ছাড়ছি না। এক অসম লড়াই লড়ছি আমরা টিনের তলোয়ার নিয়ে। কোনও মিথ্যে আশাবাদ নয়, ঐ লাল সূর্য দেখা যাচ্ছে বলে মিথ্যে স্তোক নয়। তবু আমরা লড়ছি, সন্ধ্যে হলে ঘরে যাচ্ছি। মহড়া দিচ্ছি, পোস্টার টাঙাচ্ছি, সবাইকে বলছি, এসো, পাশে দাঁড়াও। শুধু আমাদের জন্যে নয়, শুধু নাটকের জন্য নয়, তোমার জন্যও, তোমার ভবিষ্যতের জন্যও। এই গ্রহটার জন্যও।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদের একটি কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন নাট্যজন সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তালমুদে বলেছে, অনেকদিন ধরেই তো পৃথিবীতে অন্যায় চলেছে, অপরাধ চলেছে, খারাপ কত কিছু চলেছে, তবু পৃথিবীটা যে ধ্বংস হয়ে যায়নি তার কারণ ছত্তিরিশ জন মানুষ। তাঁরা একমনে নিবিষ্ট চিত্তে তাঁদের বিশ্বাস মতো সৎভাবে তাঁদের কাজটা করে চলেছে, পৃথিবীকে, জীবনকে সুন্দর করার লক্ষ্যে। মুশকিল হল, ঐ ছত্তিরিশজন যে কে তা কেউ জানে না। এমনকি ওই ছত্তিরিশনও জানে না। কে বলতে পারে, আপনি, যিনি এতক্ষণ ধরে এই লেখা পড়লেন, তিনি ওই ছত্তিরিশের একজন নন?